International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.1-8

‘জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ও বয়স্ক শিক্ষা’: কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ

ড. মৃদুল ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার কলেজ, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Education was introduced in India since ancient times. With the need of spreading knowledge the modern Indian education system required to develop many policies. Several Education plans has been adopted several times for the development of education. The commissions formed for extension of education in India are ‘The University Education Commission’, ‘Mudaliar Commission’, ‘D.S. Kothari Commission’, ‘National Policy on Education-1968’, ‘National Policy on Education-1986’ and ‘National Education Policy 2020’. ‘The National Policy on Education-1986’ first emphasizes on adult education. Chapter 21 of the National Education Policy 2020 deals with Adult Education and Lifelong Learning. There is talk of fulfilling the goal of active participation of educated people in the field of basic education, vocational education, financial transactions, business management, various government advertisements, security regulations, etc. As a result, it has been decided that by 2030, 100 percent of young men, women and adults will be literate. Earlier in education plans there was a mention of quality of adult education, developing inner talents and building a self-reliant human society, but these were not implemented. While there are some demerits of the current education policy. The main objective of this research paper is to outline the various obstacles and possible overcomes in the implementation of this education policy in the field of adult education.

Key Words: Adult Education, Lifelong learning, NEP-2020, Basic Education, Quality education.

সমগ্র ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। প্রথমে গুরুগৃহের টোল থেকে শিক্ষারম্ভ হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার ধারা ও গতিপথ। সেই ধারায় শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সংস্কার সাধিত হয়েছে। দেশ বিদেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলে শিক্ষার আদান-প্রদানের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণের দিকটি অনেক বেশি আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে করণিক তৈরির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল সেখান থেকে বর্তমান কালের শিক্ষা গ্রহণ ও দানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ করা যায়। সেকারণে শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে গঠিত হয়েছে নানা কমিশন ও নীতিসমূহ। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মনে করতেন মনুষ্যত্বের শিক্ষা হল সর্বোচ্চ ও উৎকর্ষ শিক্ষা। পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষার মূলে নিহিত রয়েছে মনুষ্যত্বের শিক্ষা। শিক্ষা বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধে তাঁর মত পোষণ করেছেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি ! যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই-বা কম কী করিল?"[১] তিনি এরকম পুঁথি মুখস্ত করে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা খুঁজে পাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন অত্যাবশ্যক শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠ না মেশালে ছেলেরা ভালো মানুষ হতে পারে না। জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন কল্পনা শক্তি, উদ্ভাবন কৌশল, চিন্তা শক্তির দ্বারা আত্মশক্তি নির্ভর নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও নির্মাণে। এ বিষয়ে তিনি বার বার তুলনা টেনেছেন চীন, জাপান, রাশিয়া, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকার সঙ্গে। পুঁথিগত বিদ্যার অন্তঃসার শূন্যতার কথা স্বীকার করেও সর্বদা যুগোপযোগী গ্রন্থ নির্মাণের কথা বলেছেন। আমরা কিন্তু বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই স্ববিরোধ লক্ষ্য করেছি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়নের কথায় আসে শিক্ষা বিষয়ক নানা পরিকল্পনার কথা। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব সময় থেকে স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়েছে। সেই কমিশন বা কমিটি গুলির সুপারিশ মেনে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সেই দীর্ঘ ধারা পথ অতিক্রম করে বর্তমানে প্রবর্তিত হয়েছে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ থেকে ২০২০ সালে প্রকাশিত 'National Education Policy 2020' ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাবিধ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তরকালে 'দ্যা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন' (১৯৪৮-৪৯), 'মুদালিয়ার কমিশন' (১৯৫২-৫৩), 'ডি.এস. কোঠারী কমিশন' (১৯৬৪-৬৬), 'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন- ১৯৬৮', 'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন- ১৯৮৬'র পর শিক্ষা ব্যবস্থার আমল সংস্কারের জন্য প্রকাশিত হয়েছে 'ন্যাশানাল এডুকেশন পলিসি ২০২০'। প্রায় বিগত চার বৎসর ধরে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা কারিগরি শিক্ষা সহ সব ধরণের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষদের মতামতের সাপেক্ষে একটি রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এই জাতীয় শিক্ষানীতি। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার উন্নয়নে যে কমিটি গুলি দেখেছিলেন সেরকম ধারণার কথা বক্রোক্তির সুরে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারী পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই।"[২] কিন্তু আধুনিককালে এই রূপ শিক্ষানীতি ছাড়া যে কোন বিকল্প উপায় নেই সেকথা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েও মান্য করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে জাতীয় শিক্ষানীতির নামে অন্য কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয় যা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। তা করা হলে এই নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হবে।

বহু বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষ। বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণের নিরিখে একটি সর্বসম্মত নীতি প্রণয়ন অতি দুরূহ ব্যাপার। স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা ও উপধারা গুলিতে শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। সংবিধানের ৪১ নং ধারায় সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা ও জীবিকার বন্দোবস্তের কথা বলা হয়েছে। ৪৫নং ধারায় দেশের চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত

অন্যান্য ধারাগুলি ভারতবাসীর শিক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। ভারতের শিক্ষা সংস্কারের আইন ও নীতিগুলি শিশু থেকে বয়স্ক নাগরিক সমস্ত স্তরের মানুষের শিক্ষালাভের গতি তরান্বিত করে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরপর থেকে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা বা কারিগরি সহ সমস্ত শিক্ষায় নতুন নতুন কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২ অক্টোবর জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয়। 'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন- ১৯৮৬' তে বয়স্ক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে দেশে বেশ কয়েকটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নতুন শিক্ষা নীতিগুলি যে বিভিন্ন সময়ে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমান 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০' তে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার যেসব নীতির কথা বলা হয়েছে তার যথার্থতা বিষয়ে অনুসন্ধান করব।

প্রত্যেক দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করা জাতীয় শিক্ষানীতির মূল কাজ। সেই মর্মে ভারতের সংবিধান মেনে ৩৪ বছর বাদে নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০' মোট ২৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে নীতিগুলি আলোচিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রস্তুতের জন্য সভাপতি কে. কস্তুরিরঙ্গন সহ অন্যান্য সদস্য বর্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের সুপারিশ করেছে দীর্ঘ মতামত, আলোচনা ও পর্যালোচনার নিরিখে। এ প্রসঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণ এই নীতি নির্ধারণের কমিটিতে বাংলা সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ২০১৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে চার বছরে প্রায় ২ লক্ষের বেশি মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করে এই শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The vision of the Policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen."[৩] অর্থাৎ কেবল চিন্তায় নয়, আত্মা, বুদ্ধি, এবং কর্মের পাশাপাশি জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং স্বভাবকে সমর্থন করে ভারতীয় হয়ে ওঠার শিক্ষা দেবে এই নীতিগুলি। ফলে মানবাধিকার, স্থায়ী টেকসই উন্নয়ন ও সত্যিকারের বিশ্ব নাগরিকত্বের প্রতিফলন ঘটবে।

এবার সরাসরি চলে আসি প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বা Adult Education এর বিষয়ে। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারেরা অজ্ঞানতা ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষা লাভের কথা বলেছেন। সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাগরিক তৈরি, মানবশক্তির ক্রমবিকাশের দ্বারা দেশ বা জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা গ্রহণ বা লেখা ও পড়ার সামর্থ্যের দ্বারা তার মানদণ্ড নিরূপিত হয়। সেকারণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের শিক্ষার দিকটি অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। দেশের জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জাতীয় সংহতি, পরিবেশ সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার প্রকাশ, বয়স্ক ও মহিলাদের প্রতি সমান মনোভাব পোষণের বিষয়গুলি। এদিকে লক্ষ রেখে সমগ্র জাতির উন্নয়নের ধারায় বয়স্ক শিক্ষার দিকটি 'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন- ১৯৮৬'

প্রচলনের সময় থেকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। মূলত দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতে নিরক্ষর না থাকে কেন্দ্র ও রাজ্য সেদিকে লক্ষ রেখে প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেছে নানা কারণে বহু মানুষ শিক্ষার আলোক থেকে দূরে অবস্থান করছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার শতকরা ৭৪.০৪ শতাংশ। পূর্বের আদম সুমারির সঙ্গে এই বৃদ্ধি প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমান শিক্ষানীতিতে আগামী ১০ বছরের মধ্যে একশো শতাংশ মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলার লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন স্তরভেদে সমস্ত ছাত্র, যুবক, স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা সহ সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'র ২৭টি অধ্যায়কে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর প্রথম স্তরে রয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে উচ্চ শিক্ষা এবং তৃতীয় স্তরে শিক্ষা উন্নয়নের অন্যান্য মূল ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা। চতুর্থ স্তরে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। মোট সাতাশটি অধ্যায়ের মধ্যে একুশতম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বা Adult Education and Lifelong Learning সম্পর্কে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ যুবক যুবতী ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে সাক্ষর করে বয়স্কদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে। ফলে দেশের সমাজ কাঠামোতে যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি বিশ্বের দরবারে নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। 'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন- ১৯৮৬'তে বয়স্ক শিক্ষার যে লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সেই নীতিতে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল তার কয়েকটি হল :—

১) স্বনির্ভর মানুষ গড়ে তোলা: শিক্ষার আলোক বঞ্চিত মানুষের জীবনে আলোর সাক্ষাৎ মিলতে পারে বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। যাতে প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেদিকে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

২) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি: শিক্ষার মধ্যে মানুষ তথা কোন জাতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত দেশে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রসর ঘটলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, দেশের অগগতি ঘটবে।

৩) কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠন: শিক্ষার আলোকবিহীন সমাজে থাকে নানা কুসংস্কার। যদি সমাজের সকল মানুষ বিশেষত বয়স্কদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায় তবে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব হবে।

৪) সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ: সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্যতা, সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক মানুষ শৈশবে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে কারণে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে শৈশবের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের উন্নয়নের ধারাকে অব্যহত রাখতে হবে।

৫) হীনমন্যতা দূর করা: শিক্ষা লাভ করতে পারেননি বলে অনেক বয়স্ক মানুষ হীনমন্যতায় ভোগেন। সর্বজনীন বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের দ্বারা সব পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের শিক্ষার সুযোগ দিয়ে নিজেদের সম মানসিকতা সম্পন্ন করে তুলতে সমর্থ হবে।

৬) সুদূরপ্রসারী চিন্তা: বয়স্ক শিক্ষা শুরু করার পেছনে বিভিন্ন চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। আজকের বয়স্ক মানুষ যদি শিক্ষিত হয় তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। এভাবে দেশ সমাজ ও জাতি গঠনে বয়স্ক শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে।

দেশের মহান নাগরিক হিসেবে বয়স্করা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি, মূল্যবোধ ও বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে।

উপরোক্ত নীতিগুলির বাস্তবায়নে ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিগত দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তবুও লক্ষমাত্রা পূর্ণ হয়নি। সেকারণে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'তে বয়স্ক শিক্ষাকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একুশ নং অধ্যায়ের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার ক্রমকে দশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম চারটিতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং শেষের ছয়টি অনুচ্ছেদে বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম চারটি পরিচ্ছেদের বিষয় নিম্নরূপ:—

ক) প্রত্যেক নাগরিকের জীবন নির্বাহের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের সুযোগকে মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসারের জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নতির দ্বারা সমাজ থেকে জাতির উন্নয়নকে সাফল্যের দিকে পৌঁছে দিতে হবে।

খ) দেশের বেশি সংখ্যক মানুষ অশিক্ষিত থাকলে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা পরিচালনা, নানা সরকারি বিজ্ঞাপন, আবেদনপত্র পূরণ, সুরক্ষা নিয়মাবলী এবং মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক বিষয় অজানা থাকে। শিক্ষার অভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানে বিস্তর ক্ষতি হয়। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের যথাযথ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত উদ্ভাবনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা বলা হয়েছে।

গ) দেশব্যাপী ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় সাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে। তাই উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে, আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের গুণমান বৃদ্ধি করতে হবে। ১৯৮৮ সালে ভারতে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে দেশের বয়স্ক শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানের শিক্ষা নীতিতে এবিষয়ে পর্যালোচনা করে শিক্ষার গতি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

ঘ) সরকারি উদ্যোগে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য শক্তিশালী ও অভিনব কৌশল গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১০০ শতাংশ মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। এটাই বর্তমান শিক্ষানীতির প্রধানতম উদ্দেশ্য।

'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'তে বয়স্ক শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে সেগুলি হল:—

১) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের শিক্ষার জন্য একটি যুগোপযোগী নতুন পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। এন.সি.ই.আর.টি. দক্ষতার সঙ্গে সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক দক্ষতা, সংখ্যাজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে পাঠক্রম তৈরি করবে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষায় মোট পাঁচ ধরনের বিষয় থাকা বাধ্যতামূলক। সেগুলি হল— (ক) প্রাথমিক স্বাক্ষরতা এবং সংখ্যার জ্ঞান (খ) জীবন চালনার দক্ষতা অর্জন (আর্থিক স্বাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, বাণিজ্যিক দক্ষতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু যত্ন ও শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ) (গ) বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি (স্থানীয় কর্মসংস্থান প্রাপ্তির লক্ষে) (ঘ) বুনিয়াদি শিক্ষা (প্রাক-প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ) এবং (ঙ) প্রবহমান শিক্ষা (চারুকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, খেলাধূলা এবং বিনোদন সহ স্থানীয় কিছু অনেক কিছু বিষয়ে দক্ষতা অর্জন)। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের দিকেও নজর রাখতে হবে।

২) সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা যাতে জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয় সেজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। মূলত সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্কুল ছুটির পর বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলিতে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের শেখানোর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিষয়কে আকর্ষণীয় করতে হবে। উপরোক্ত পাঁচ ধরনের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৩) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাক্রমের পাঁচ ধরনের শিক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে প্রশিক্ষক তথা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতির স্বার্থে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থী বা স্বেচ্ছাসেবক একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাজ্যের বিভিন্ন এন.জি.ও. এবং স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার সদস্যরা সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে।

৪) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা নিশ্চিত করবার জন্য সমাজকর্মী, পরামর্শদাতা, শিক্ষক, শিক্ষা-উপদেষ্টামন্ডলীকে এগিয়ে আসতে হবে। এরা সমাজের সব স্থানে ঘুরে শিশু, কিশোর, স্কুলছুট ও নিরক্ষর মানুষদের তথ্য সংগ্রহ করে স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেবার কাজে সহায়তা করবে। বৃহত্তর পরিসরে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার সুযোগ সমূহ বিজ্ঞাপন, ঘোষণার মাধ্যমে প্রচার করতে এন.জি.ও. এবং স্থানীয় সংস্থাকে উদ্যোগী হতে হবে।

৫) সমাজের নানা স্থানে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে বয়স্ক মানুষদের জন্য উপযুক্ত বইয়ের সরবরাহ এবং প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। এই শিক্ষানীতি শ্রেণিভেদে সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই মজুত রাখবার কথা বলেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম সহ সমস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে বই এর সরবরাহ অব্যহত রাখতে হবে। সারা দেশে আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পরা গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় গুণমান সম্পন্ন আকর্ষণীয় বই প্রকাশের দায়িত্ব নেবে। গ্রন্থাগারের বইগুলির অনলাইনে পাঠের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগারে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী বাড়িয়ে বয়স্ক শিক্ষার গতি বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারগুলির যৌথ উদ্যোগে শিশু পাঠাগার, মোবাইল পাঠাগার, ক্লাব স্থাপন ও গ্রামীণ এলাকায় লাইব্রেরী স্থাপন করে বয়স্ক মানুষদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

পরিশেষে উপরোক্ত বিষয়ের সার্থক প্রয়োগে প্রযুক্তি সহায়তার উন্নতি করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের শেখার সুবিধার্থে প্রযুক্তি ভিত্তিক বিকল্প অ্যাপস, অনলাইন কোর্স, মডিউল, স্যাটেলাইট ভিত্তিক টিভি চ্যানেল, অনলাইন বই, প্রযুক্তি-সজ্জিত লাইব্রেরি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্র গড়তে সরকার ও সাধারণ মানুষকে উদ্যোগী হতে হবে। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার গুণমানের উন্নতি অব্যহত রাখতে হবে।

'ন্যাশানাল পলিসি অন এডুকেশন-১৯৮৬' এবং 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০' পর্যালোচনার সাপেক্ষে অনায়াসে বলতে পারি মূলত দেশের বয়স্ক মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা উঠে এসেছে বার বার। সময়ের অগ্রগতিতে বিশ্বায়নের সাথে ভারতবাসী পা রেখেছে ডিজিটাল দুনিয়ায়। সেকারণে বর্তমান বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল লাইব্রেরী, মোবাইল লাইব্রেরী, অনলাইন পুস্তক ও পাঠ উপকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। একশো শতাংশ

সাক্ষরতার লক্ষমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভব হবে কিনা তা যথা সময়ে বলা যাবে। কিন্তু উন্নত ভারতের লক্ষে এগোতে হলে বয়স্ক মানুষদের শিক্ষিত করবার জন্য শ্রেণিভেদে সমস্ত লেখাপড়া জানা মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে— একথা হলফ করে বলতে পারি। সবশেষে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'তে উল্লিখিত বয়স্ক শিক্ষার কিছু সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলে শেষ করব।

ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার বাস্তবায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলি হল:—

- বয়স্ক শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থ বরাদ্দের সদিচ্ছার পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থ যথাস্থানে ব্যয় হয় না বলে প্রকৃত উদ্দেশ্য বা লক্ষ পূরণ ঘটে না।
- বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক বা স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় না বলে শিক্ষার কাজটি শ্লথ হয়।
- অনেক সময়ে সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা ব্যহত হয়।
- বয়স্ক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না।
- পাঠক্রম তৈরি, পাঠ্য পুস্তক, পাঠ-উপকরণ তৈরি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব দেখা দেয়।
- শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতার অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর ইচ্ছে থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষা পান না।
- সমাজিক লজ্জা, বাধা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইচ্ছের অভাবের কারণে বয়স্ক শিক্ষা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বয়স্ক শিক্ষার গতি তরান্বিত হতে পারে না।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক তথা স্বেচ্ছাসেবকদের বেতন, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার অভাবের কারণে বয়স্ক শিক্ষার গতি ব্যহত হয়।

সমস্যা সংকুল ভারতবর্ষে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও একশো শতাংশ মানুষকে সাক্ষর করবার লক্ষে পৌঁছুতে অতি সত্বর যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক সেগুলি হল:—

- সমস্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে একাধিক প্রশিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষণের প্রক্রিয়া নিয়মিত সচল রাখতে হবে।
- বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষিত মেয়েদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে।
- বর্তমান শিক্ষানীতিতে স্বনির্ভর হবার জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, বাণিজ্যিক দক্ষতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুর যত্ন নেবার শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।
- প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়াসকে সফল করে সমস্ত বয়স্ক মানুষদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকদের নির্ধারিত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রতি সরকারের নজর রাখতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য সময় মতো নির্দিষ্ট পাঠক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষাকে কেবল ঘোষণার পর্যায়ে না রেখে তথ্যপ্রযুক্তির যথা সম্ভব উন্নয়নে নজর দিতে হবে।

- বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পর্যাপ্ত পরিমানে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যয় হচ্ছে কী না সে বিষয়ে নজরদারি রাখতে হবে।
- সর্বোপরি দেশের শিক্ষিত স্বচ্ছল শিক্ষানুরাগী মানুষদের সমাজের হিতার্থে এগিয়ে এসে সরকার ঘোষিত প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট হতে হবে। অপরদিকে লেখাপড়া না জানা মানুষদের এই উদ্যোগে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

একবিংশ শাতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পেরিয়ে একদিকে আমাদের ভাবতে হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষার কথা, অন্যদিকে ডিজিটাল দুনিয়ায় আমাদের বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার কথা। এই দুইয়ের মাঝে যথার্থ সেতু বন্ধন হয়ে উঠতে পারে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'। এই শিক্ষানীতির বেশ কিছু মন্দ দিক থাকলেও সামগ্রিকভাবে এই ভালো দিকগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না। যেমন— ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার প্রতি আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি যুব সমাজকে আগ্রহী করে তোলা হলে ভবিষ্যতে এর সুফল ফলবে বলে আশা করি। পূর্ববর্তী শিক্ষানীতির নির্দেশ মেনে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়স্ক ও অপ্রচলিত শিক্ষা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ, মুম্বাই, রাজস্থানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়স্ক ও অপ্রচলিত শিক্ষায় স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষানীতির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হলে ভারতের বয়স্ক শিক্ষার আমল পরিবর্তন ঘটবে একথা কল্পনা করা অসঙ্গত হবে না। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য এরকম, "২০১১-র জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে দেশের সার্বিক সাক্ষরতার হার ৭৪ শতাংশের কিছু বেশি। শিক্ষাবিদদের মত, উন্নয়নের মন্ত্রে গোটা দেশকে সামিল করতে শুধু সাক্ষর সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, একশো শতাংশ মানুষকেই কার্যকরি সাক্ষর করতে হবে। তবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। নানা সমীক্ষাতেও দেখানো হয়েছে, উন্নয়নের সঙ্গে কার্যকরী সাক্ষরতা সমার্থক। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত কম, সে দেশ ততটাই পিছিয়ে।"[৪]

সূত্র নির্দেশ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৫১, পৃ. ৫০৭

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ প্রকাশ- আশ্বিন ১৩৪৯, পৃ. ২৭৭

৩. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf, P- 7.

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫